প্রথম আলো

তারিখ 19 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ভুলে ভরা পাঠ্যবই

অবিলম্বে ত্রুটিমুক্ত বই প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হোক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) অনুমোদিত নবম ও দশম শ্রেণীর ভুলে ভরা ও বাঁধাইয়ে অসংগতি থাকা অসংখ্য বই সারা দেশে বিক্রি হচ্ছে। এসব বই হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক। এ ধরনের বই কীভাবে বাজারে ছাড়া হলো সেটাই আমাদের প্রশ্ন।

নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সংকলন (গদ্য) বইয়ে রয়েছে বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ। ১৬টি বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থায় এসব বই ছাপা হলেও সব বইয়েই মুদ্রণপ্রমাদগুলো রয়েছে। এর কারণ এনসিটিবি থেকে দেওয়া পৃষ্ঠাসজ্জার অনুকৃতি ফিল্ম বা 'পজেটিভেই' ভুলগুলো ছিল। বাঁধাইয়ে অসংগতির বিষয়টি আরও ভয়াবহ। অনেক শিক্ষার্থী বই কিনে দেখেছে সূচিপত্রের সঙ্গে বিষয়বস্তুর কোনো মিল নেই অথবা কয়েকটি গল্প ছাড়াই বই ছাপা হয়েছে। এসব বই পড়ে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে?

আমরা বলব, এনসিটিবির গাফিলতির কারণেই এটি ঘটেছে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ কোনো হেলাফেলার কাজ নয় যে বই যেনতেনভাবে ছাপালেই হলো। কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর তদারকের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন যাঁরা, তাঁদের খুবই দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এ কাজ সম্পন্ন করার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁরা চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণ নিয়ে এখন প্রায় প্রতিবছরই নানা সমস্যা লেগে থাকে। প্রায় এক দশক ধরে পাঠ্যবইয়ে এ ধরনের ভুল চলে আসছে। অথচ এনসিটিবিতে একজন সম্পাদকের নেতৃত্বে শক্তিশালী সম্পাদনা শাখা রয়েছে। তাহলে পাঠ্যবই ত্রুটিমুক্ত হচ্ছে না কেন? বিষয়টির তদন্ত হওয়া জরুরি।

ভুলে ভরা ও বাঁধাইয়ে অসংগতি থাকা বইগুলো অবিলম্বে বাজার থেকে প্রত্যাহার এবং এ ধরনের বইয়ের বিতরণ বন্ধ করা হোক। এরপর যত দ্রুত সম্ভব ত্রুটিমুক্ত বই প্রকাশ করে বাজারে ছাড়তে হবে। ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীরা যাতে নির্দিষ্ট সময়ে ত্রুটিমুক্ত বই হাতে পায়, এনসিটিবিকে তা নিশ্চিত করতে হবে।